بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ মার্চ, ২০২৪ মোতাবেক ২৯ আমান, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন,

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (সূরা আল্ বাকারা: ১৮৭)

অর্থাৎ, আর যখন আমার বান্দারা আমার সম্পর্কে তোমাকে জিজ্ঞেস করে, তখন (বলে দাও), নিশ্চয় আমি নিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমাকে ডাকে। সুতরাং (তাদের) উচিত তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার প্রতি ঈমান আনে যেন তারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।

আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতটিকে রোযার বিধিনিষেধের সাথে রেখেছেন; বরং আমরা বলতে পারি এর মাঝামাঝি রেখেছেন, যার মাধ্যমে অনুধাবন করা যায় যে, রমযান (মাস) এবং রোযার সাথে দোয়ার এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি মুসলমান একথা খুব ভালোভাবে জানে যে, রমযান এবং দোয়ার এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। একারণেই রমযানে বিশেষত (ফরয) নামাযসমূহ, নফল (ইবাদতসমূহ), তাহাজ্জুদ, তারাবী প্রভৃতির দিকে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। প্রত্যেক প্রকৃত মুসলমানের এই অনুভূতি রয়েছে যে, এ দিনগুলোতে স্বীয় বান্দার প্রতি খোদা তা'লার বিশেষ ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি থাকে। আল্লাহ্ তা'লার তো সাধারণ দিনগুলোতেও স্বীয় বান্দার প্রতি স্নেহদৃষ্টি থাকে। মহানবী (সা.) বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, **আমি আমার বান্দার ধারণানুসারে তার সাথে আচরণ করি। যখন আমার বান্দা আমাকে স্মরণ করে তখন আমি তার সাথে থাকি। সে যদি আমাকে তার হৃদয়ে স্মরণ করে তাহলে আমি তাকে আমার হৃদয়ে স্মরণ করি। যদি সে আমার কথা কোনো সভায় উল্লেখ করে তাহলে আমিও সভায় তার কথা উল্লেখ করব। সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হব। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হব। সে যদি আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে যাব।**

কাজেই, সাধারণ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দার সাথে এরূপ আচরণ করে থাকেন। আর যখন রমযান মাস আসে যা বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়ার মাস, (যখন) পুরো পরিবেশই মানুষের পক্ষে আল্লাহ্ তা'লাকে স্মরণ করার জন্য অনুকূল হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা কতটা দয়ালু হবেন আমরা তা ধারণাও করতে পারি না। কিন্তু শর্ত হলো, এ সকল বিষয় হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে হতে হবে, ঈমানে দৃঢ়চিত্ত হয়ে করতে হবে, হালকাভাবে নয়।

অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার স্বীয় বান্দার প্রতি দয়ার দৃষ্টান্ত সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক স্থানে মহানবী (সা.) বলেন, **'আল্লাহ্ তা'লা অত্যন্ত লজ্জাশীল এবং মহাসম্মানিত ও পরম দয়ালু। যখন বান্দা তাঁর সমীপে দুহাত তোলে তখন তিনি সেগুলোকে খালি এবং ব্যর্থ**

ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন।' নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে যাচিত দোয়া তিনি ফিরিয়ে দেন না, কবুল করে নেন।

অতএব, এ অবস্থা তখন সৃষ্টি হয় যখন নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে মানুষ প্রার্থনা করে এবং যখন সে তার হাত তোলে। নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে প্রার্থনার জন্য আবশ্যক হলো, পূর্বে যেসব পাপ হতো সেগুলো থেকে পরিপূর্ণভাবে বিরত থাকা এবং প্রকৃত তওবার অঙ্গীকার করে আল্লাহ্ তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়া। অতএব কখনো কখনো আমরা ত্বরাপরয়াণ হয়ে বলে দেই যে, আমরা দোয়া করেছি; কিন্তু গৃহীত হয় নি। কিন্তু নিজেদের অবস্থার প্রতি আমরা দৃষ্টি দেই না যে, আমাদের হৃদয় কতটা নিষ্ঠাপূর্ণ। কতটা নিষ্ঠার সাথে আমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা লাভের বিষয়ে সচেষ্ট। কতটা বিশুদ্ধতার সাথে আমরা পূর্ববর্তী পাপসমূহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করে ভবিষ্যতের পাপসমূহ থেকে বিরত থাকার এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশিত পথে চলার অঙ্গীকার করছি।

আল্লাহ্ তা'লাকে ধোঁকা দেয়া যায় না। তিনি তো আমাদের অন্তরের খবর রাখেন, আমাদের হৃদয়ের গহীনে কী আছে তা-ও তাঁর জানা। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার আশিস পাওয়ার জন্য, তাঁর উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে প্রবেশ করার জন্য এর আনুষঙ্গিকতাও পূর্ণ করতে হবে। বান্দাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ও মমতা এত বেশি যে, প্রতি বছর তিনি আমাদের জীবনে বিশেষ করে রমযান মাস এনে আমাদেরকে এ সুযোগ করে দেন যে, সাধারণ দিনগুলোতে যদি ভুলত্রুটি হয়ে গিয়ে থাকে, তবে এখন এ মাসের কল্যাণরাজিতে ধন্য হয়ে তোমরা আমার দিকে ধাবিত হও এবং আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে এ দিনগুলোতে নিজ বান্দাদের প্রতি মমতার দৃষ্টি দিতে চান। পথহারা ও ভ্রষ্টদের সোজা সরল পথে আনতে চান। বিশেষ পরিবেশ উপহার দিয়ে বান্দাদের ইবাদতের মানকে উন্নত করতে চান। এ আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা 'আমার বান্দা' বলে এমন বান্দা বুঝিয়েছেন যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হতে চায়, যারা প্রকৃত অর্থে তওবা করতে চায় এবং (তওবা) করে।

অতএব, এই প্রকৃত বান্দা হবার প্রচেষ্টা আমাদের করা প্রয়োজন। আর রমযান মাসে এ নৈকট্য লাভ ও প্রকৃত বান্দা হবার বিশেষ পরিবেশ লাভ হয়। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় উন্নতি করার চেষ্টা করলেই আমরা তাঁর প্রকৃত বান্দা হতে পারব। এ অবস্থায় উপনীত হলে পরে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, আমার এরূপ বান্দাদের ও আমার প্রেমিকদের বলে দাও– আমি তাদের দোয়া শুনেও থাকি আর উত্তরও দিয়ে থাকি। অতএব আমাদের দোয়া কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য হওয়া উচিত নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য ও তাঁর ভালোবাসা অর্জনের জন্য হওয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা অর্জনের জন্য আমরা তাঁর দিকে যদি এক বিঘত, এক হাত বরং দ্রুত অগ্রসর হই, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এর চাইতে অধিক মাত্রায় আমাদের প্রতি দৃষ্টি দেবেন এবং দৌড়ে আমাদের সাহায্যের জন্য আসবেন ও দোয়া শুনবেন। তবে আল্লাহ্ তা'লা এটি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, কেবল মৌখিক ভালোবাসার দাবি তোমাদেরকে এসব মর্যাদা দান করবে না। বরং আমার কথা তোমাদেরকে মানতে হবে, আমার নির্দেশ পালন করতে হবে, বান্দার প্রাপ্য অধিকারসমূহ ও আল্লাহ্‌র প্রাপ্য অধিকারসমূহ তোমাদেরকে প্রদান করতে হবে এবং এর সাথে ঈমানে দৃঢ়তা আনতে হবে। এমন ঈমান (হতে হবে) যা কখনো দোদুল্যমান হবে না। এমনটি হলে পরেই তোমরা আমার প্রকৃত বান্দাদের মধ্যে পরিগণিত হতে পারো। এখন তারা নিজেরাই নিজেদের পর্যালোচনা করে দেখুক, যারা বলে– আমরা অনেক দোয়া করেছি, অনেক সিজদা করেছি, অনেক নফল

পড়েছি, কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য অর্জন হয় নি। তারা কি আল্লাহ্‌র নির্দেশসমূহ পালন করেছে? তারা কি তাদের ঈমানের মান এই পর্যায়ে উপনীত করেছে, যে পর্যায়ে কোনো ঝড়-তুফান দোদুল্যমান করতে পারে না? অধিকাংশ লোকের অবস্থা হলো, নিজ প্রেমাস্পদের ইচ্ছা পূর্ণ করার পরিবর্তে নিজেদের প্রয়োজনের তালিকা উপস্থাপন করে বলে যে, আল্লাহ্ তা'লা এসব (প্রয়োজন) পূর্ণ না করলে দোয়া করে কী লাভ?

এরপর তারা আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব, দোয়ার মাঝে নিহিত প্রজ্ঞা ও দোয়া গৃহীত হওয়ার বিষয়ে প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে। এগুলো তো আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হবার লক্ষণ নয়। ঐ বান্দাদের পরিচয় এটি নয় যাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে আল্লাহ্ তা'লা লজ্জা বোধ করেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লার বিরুদ্ধে আপত্তি করার পূর্বে আমাদের আত্ম-পর্যালোচনা করা প্রয়োজন যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলি মান্য করে এর ওপর কতটুকু আমল করছি? আমরা আমাদের ঈমানে কতটুকু দৃঢ়? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজ রচনাবলিতে তথা বিভিন্ন পুস্তকে এ সম্পর্কে বক্তব্য রেখেছেন। দোয়া করার হিকমত, দোয়া গৃহীত হওয়ার প্রজ্ঞা ও এর দর্শন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। তিনি (আ.) সেসব মাপকাঠির কথা বর্ণনা করেছেন যার নিরিখে বলা যায় যে, এটি প্রকৃত দোয়া। এ প্রেক্ষিতে আমি তাঁর (আ.) কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা স্পষ্ট করে যে, আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দা কারা।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার বান্দা যখন আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে যে, খোদার অস্তিত্বের প্রমাণ কী? এর উত্তর হলো, আমি খুবই নিকটে আছি। অর্থাৎ, অনেক বড় দলীল-প্রমাণের প্রয়োজন নেই, আমার অস্তিত্বের উপস্থিতি খুব সহজে অনুধাবন করা সম্ভব এবং খুব সহজেই আমার অস্তিত্বের প্রমাণ সৃষ্টি হয়। প্রমাণ হলো, যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার দোয়া গ্রহণ করি এবং স্বীয় এলহামের মাধ্যমে তাকে সাফল্যের সুসংবাদ দেই যার ফলে শুধুমাত্র আমার অস্তিত্বের ওপরই বিশ্বাস জন্মায় না, বরং আমার সর্বশক্তিমান হওয়ার ব্যাপারেও নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু লোকদের (নিজেদের মাঝে) এরূপ তাকওয়া ও খোদাভীরুতা সৃষ্টি করা উচিত যেন আমি তাদের আওয়াজ বা প্রার্থনা শুনতে পাই। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, আমি শুনি কিন্তু প্রথমে (তোমরা নিজের ভেতর) তাকওয়া ও খোদাভীরুতা সৃষ্টি করো, এরপর আমি (তোমার) আওয়াজ বা প্রার্থনা শুনব। অধিকন্তু আমার প্রতি ঈমান আনয়ন আবশ্যক আর পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্বে (তার) একথা মানা আবশ্যক যে, খোদা আছেন এবং (তিনিই) সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে এই পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হওয়া ও দোয়া গৃহীত হবার পূর্বে তাঁর এ বিষয়ে বিশ্বাস ও ঈমান থাকা প্রয়োজন যে, খোদা বিদ্যমান রয়েছেন। প্রথমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করো। অদৃশ্যের প্রতি ঈমান থাকতে হবে এবং এই (বিশ্বাস রাখো) যে, তিনিই সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। কেননা যে ব্যক্তি ঈমান আনে তাকে তত্ত্বজ্ঞান দান করা হয়। প্রথমে ঈমান থাকলে এরপর তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করবে। অতএব, ঈমানের উন্নত মান অর্জিত হলেই দোয়া গৃহীত হওয়ার দৃশ্যাবলিও দেখা যাবে। কোনো পরীক্ষা আসলে মানুষ দুর্বলতা দেখাবে– এমন যেন না হয়। আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় অস্তিত্বের এই প্রমাণ বর্ণনা করেছেন যে, আমি দোয়া গ্রহণ করি। অতএব, যদি দোয়া গৃহীত না হয় তাহলে সেই সম্পর্কে কোনো দুর্বলতা বা ঘাটতি রয়েছে, যেরূপ সম্পর্ক দুজন বন্ধুর মাঝে থাকে। আর সেই ঘাটতি দূর করার পন্থাও বাতলে দিয়েছেন যে, তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি করো। এ বিষয়ে যেন পূর্ণ বিশ্বাস থাকে এবং এই কথা স্বীকার করো যে, খোদা বিদ্যমান রয়েছেন। অদৃশ্যে যেন

তাঁর সত্তায় বিশ্বাস থাকে। আর তৃতীয় বিষয় হলো, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি যেন পরিপূর্ণ একীন থাকে যে, তিনি সর্বময় ক্ষমতা ও শক্তির অধিকারী। তিনি ব্যতিত অন্য কেউ সর্বশক্তিমান নেই। কাজেই, এটি হচ্ছে দোয়া গৃহীত হবার সর্বনিম্ন মানদণ্ড।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, যদি আমার বান্দারা আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, কীভাবে তাঁর অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় এবং কীভাবে বুঝা যাবে যে, খোদা আছেন? এর উত্তর হচ্ছে, আমি খুবই নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই এবং যখন সে আমাকে ডাকে আমি তার ডাক শুনতে পাই আর তার সাথে বাক্যালাপ করি। অতএব, তারও উচিত নিজেকে এমনভাবে গড়ে তোলা যেন আমি তার সাথে বাক্যালাপ করতে পারি। অর্থাৎ, প্রথমে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করো যেন আল্লাহ্‌র সাথে বাক্যালাপ করতে পারো। আমার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত যেন তারা আমাকে (পাবার) পথ খুঁজে পায়। তখনই হিদায়াতের পথ লাভ করতে পারবে। কাজেই, এই পরিপূর্ণ ঈমান সৃষ্টি করা আবশ্যক। সেই পথে চলা ও ঐসব শর্ত মেনে চলা আবশ্যক যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে (বা) আমি যা এখন বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ, প্রথমত তাকওয়ার অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে এবং খোদাভীরুতা সৃষ্টি করতে হবে। দ্বিতীয়ত, এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, খোদা আছেন। অভিজ্ঞতা থাকুক বা না থাকুক)– অদৃশ্যে ঈমান থাকতে হবে। পূর্ণ বিশ্বাস থাকতে হবে যে, খোদা আছেন। আর তৃতীয়ত, এ বিষয়ে পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তিনি পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতা রাখেন। এমন নয় যে, কোনো কাজ না হলে বলে বসবে বা অভিযোগ করতে আরম্ভ করবে যে, তাঁর (আল্লাহ্‌র) কোনো শক্তি নেই। দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তিনি পূর্ণ শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী।

অতএব, দোয়া গৃহীত না হলে যারা হতাশাব্যঞ্জক কথা বলে এবং খোদা তা'লার সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণকারীরা প্রথমে আত্মবিশ্লেষণ করুন যে, (উপরোক্ত) এই তিনটি অবস্থার ক্ষেত্রে তারা কোন পর্যায়ে রয়েছেন? আর যে–কোনো পরিস্থিতিতে তারা কি সেগুলোর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে? এটি হতেই পারে না যে, ঈমানের অবস্থা এমন হবে আবার আল্লাহ্ তা'লার সত্তায় সন্দেহও থাকবে।

পুনরায় অপর একস্থানে তিনি (আ.) বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ এর অর্থ এটিই দাঁড়ায় যে, যদি প্রশ্ন করা হয়, খোদার (অস্তিত্ব সম্পর্কে) কীভাবে জানা যাবে? এর উত্তর হলো, ইসলামের খোদা সন্নিকটে। কেউ যদি তাঁকে আন্তরিকভাবে ডাকে তবে তিনি উত্তর প্রদান করেন। অন্যান্য ফির্কার খোদা নিকটে নয়, (অর্থাৎ অন্যান্য ধর্মের;) বরং এতটা দূরে রয়েছে যে, তাদের সন্ধান খুঁজে পাওয়া ভার। একজন বান্দা ও উপাসকের সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো তাঁর নৈকট্য অর্জন করা। একজন নিষ্ঠাবান বান্দার পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জন হওয়া, তাঁর ভালোবাসা অন্তরে সৃষ্টি হওয়া যার মাধ্যমে তাঁর সত্তা সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস জন্মে। أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ -এর অর্থও এটিই। অর্থাৎ তিনি উত্তর প্রদান করেন, বোবা নন। অন্য সকল দলীল-প্রমাণ এটির সামনে তুচ্ছ। কথোপকথন এমন এক জিনিস যা সাক্ষাতের স্থলাভিষিক্ত হয়ে থাকে। অতএব, বিশুদ্ধ চিত্তে (তাঁকে) ডাকা আবশ্যক। আর বিশুদ্ধ অন্তরে (তাঁকে) ডাকা বলতে কী বুঝায়? (তা হলো) তাঁর কথা মান্য করা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় ঈমান রাখা।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আমার বান্দা যখন আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন (তুমি উত্তর দাও), আমি খুবই নিকটে। আমি প্রার্থনাকারীর দোয়া গ্রহণ করি যখন সে প্রার্থনা

করে। তিনি (আ.) বলেন, কতিপয় মানুষ তাঁর সত্তা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করে; (এর উত্তরে বলেন), অতএব আমার অস্তিত্বের নিদর্শন হলো, তোমরা আমাকে ডাকো এবং আমার কাছে যাচনা করো, আমিও তোমাদের ডাকব, (তোমাদেরকে) উত্তর দিব এবং তোমাদেরকে স্মরণ করব। যেমনটি হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করি আর তোমরা আমাকে স্মরণ করো– অন্তরে হোক বা জনসমক্ষে। তিনি (আ.) বলেন, এটি যদি বলো যে, আমরা ডাকি কিন্তু তিনি উত্তর দেন না। পূর্বেও উল্লেখ হয়েছে, এই প্রশ্ন উঠে যে, আমরা ডাকি কিন্তু তিনি উত্তর দেন না। তিনি (আ.) বলেন, দেখো! তোমরা এক স্থানে দাঁড়িয়ে বহু দূরে অবস্থানকারী এক ব্যক্তিকে ডাকছ উপরন্তু তোমাদের কানে কোনো ত্রুটিও রয়েছে।

অতএব, প্রথম কথা হলো, দূরে দাঁড়িয়ে থাকলে কোনো লাভ নাই। নিকটে আসো, আর ভালোবাসার মাধ্যমেই নৈকট্য অর্জিত হবে। হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার সেই ভালোবাসা সৃষ্টি করো। তোমাদের কানে ত্রুটি রয়েছে। ঈমানের দুর্বলতাও কানে ত্রুটি থাকার নামান্তর। ঈমানের এই দুর্বলতা দূর করে ঈমানকে দৃঢ় করো, তবেই নৈকট্য লাভ হবে। তিনি (আ.) উদাহরণ দিয়েছেন, তোমরা দূর থেকে যাকে ডাকছ সেই ব্যক্তি তো তোমাদের আওয়াজ শুনে তোমাদেরকে উত্তর দিবে। তোমাদের ক্ষীণ কণ্ঠ বা কথা পৌঁছলে সে তোমাদের উত্তর প্রদান করবে। কিন্তু সে দূর থেকে উত্তর দিলে তোমরা বধিরতার কারণে তা শুনতে পাবে না। আল্লাহ্ তা'লা উত্তর প্রদান করলেও যেহেতু তোমাদের ঈমান দৃঢ় নয়, তোমাদের ভালোবাসায় ঘাটতি রয়েছে, তাঁর নির্দেশের ওপর আমল করছ না– তোমাদের কানের এই বধিরতার কারণে তোমরা তাঁর আওয়াজ শুনতে পারছ না। আল্লাহ্ তা'লা উত্তর প্রদান করলেও তোমরা একথাই বলবে যে, উত্তর দেন নি; অথচ তিনি উত্তর প্রদান করেছিলেন যে, তোমরা যদি উচ্চ ও সুস্পষ্ট আওয়াজ শুনতে চাও তবে নিজেদের অবস্থা উন্নত করো। কিন্তু তোমরা বধিরতার কারণে সেই আওয়াজও শুনছ না।

অতএব, মধ্যবর্তী পর্দা ও প্রতিবন্ধকতা যতই দূরীভূত হতে থাকবে তত স্পষ্টভাবে তোমরা অবশ্যই আওয়াজ শুনতে পাবে। তাকওয়ায় যত উন্নতি করবে, আওয়াজ শোনার প্রতিও মনোযোগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। তিনি (আ.) বলেন, পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি এই দলীল-প্রমাণ বিদ্যমান যে, তিনি তাঁর বিশেষ বান্দাদের সাথে বাক্যালাপ করেন। যদি এমনটি না হতো তাহলে ধীরে ধীরে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ সম্পূর্ণভাবে হারিয়ে যেতো। কাজেই, খোদা তা'লার অস্তিত্ব প্রমাণের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম হলো, দর্শন বা বাক্যালাপের মাধ্যমে তাঁর আওয়াজ শুনতে পাওয়া। অনেক সময় আল্লাহ্ তা'লা দর্শন দিয়ে থাকেন আবার কখনো কখনো শুধু আওয়াজ শুনিয়ে থাকেন।

অতএব, বর্তমান যুগে বাক্যালাপ দর্শনের স্থলাভিষিক্ত। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যদি ইঙ্গিত পাওয়া যায় সেগুলোই আল্লাহ্ তা'লাকে দেখার স্থলাভিষিক্ত। তবে যতক্ষণ পর্যন্ত খোদা এবং প্রার্থনাকারীর মাঝে কোনো পর্দা থাকবে ততক্ষণ আমরা শুনব না। কথা বললে শুনতে পাবো না। কেননা, পর্দা রয়েছে, অন্তরাল রয়েছে। যখন মধ্যবর্তী পর্দা উঠে যাবে তখন তাঁর আওয়াজ শুনা যাবে। সুতরাং নিকটে আসো, একনিষ্ঠ ভালোবাসা তৈরি করো, তাহলে এই নৈকট্য লাভ করবে, পর্দা দূর হবে। উত্তর তো দেন। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি দেই, তোমাদের শোনার শক্তি নেই। আর প্রথম উত্তর হলো, ভালোবাসা বৃদ্ধি করো। ভালোবাসায় অগ্রসর হলে বধিরতাও দূর হয়ে যাবে।

এরপর তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, দোয়া খোদা তা'লার অস্তিত্বের শক্তিশালী প্রমাণ। খোদা তা'লা একস্থানে বলেন, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ - অর্থাৎ যখন আমার বান্দা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, খোদা কোথায়? আর এর কী প্রমাণ রয়েছে? তখন তুমি বলে দাও, অত্যন্ত কাছে। আর এর প্রমাণ হলো, যখন কোনো প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে তখন আমি তার উত্তর দেই এবং এই উত্তর কখনো সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে লাভ হয়, (সত্য স্বপ্নের মাধ্যমে উত্তর পাওয়া যায়;) কখনো দিব্যদর্শন ও এলহামের মাধ্যমে। এছাড়াও দোয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার শক্তি ও ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। (এছাড়াও খোদা তা'লার ক্ষমতা ও শক্তির বিকাশ দোয়ার মাধ্যমে ঘটে। বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনেছেন এবং এর ফলে এই বিষয়গুলো সৃষ্টি হচ্ছে।) বুঝা যায়, তিনি এত ক্ষমতাবান যে, সমস্যাগুলো দূর করে দেন। মোটকথা দোয়া অনেক বড়ো সম্পদ ও শক্তি। পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন স্থানে এর জন্য তাগাদা দেওয়া হয়েছে। এমন লোকদের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরেছে যারা দোয়ার মাধ্যমে নিজেদের সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছেন। নবীগণের জীবনের ভিত্তি এবং তাদের সফলতার প্রকৃত ও আসল মাধ্যম দোয়াই ছিল। আমি উপদেশ দিচ্ছি, নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করার জন্য দোয়ায় রত থাক। দোয়ার মাধ্যমে এমন পরিবর্তন ঘটবে যার ফলে খোদার কৃপায় পরিণাম শুভ হবে।

এগুলো পুরোনো কথা নয়, বর্তমান যুগেও এর দৃষ্টান্ত বিদ্যমান। অনেক লোক এমন রয়েছে যারা নিজেদের দোয়া গৃহীত হওয়া সংক্রান্ত ঘটনাবলি লিখে। বিভিন্ন সময়ে আমি এসব ঘটনা বলেও থাকি। আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্ব সম্পর্কে রিভিউ অফ রিলিজিওনস এ অনুষ্ঠান হয়েছে, এতেও অনেকেই দোয়া গৃহীত হবার ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন। বরং আল্লাহ্ তা'লা এতটা স্বীয় দানে ভূষিত করেন যে, মাঝে মাঝে ঈমানের দৃঢ়তার জন্যই দোয়াসমূহ গ্রহণ করে, সেগুলোকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিয়ে, দোয়াকারীর আওয়াজকে শুনে নিজের শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেন। যাদের ঈমান দুর্বল তাদেরকেও অনেক সময় দেখিয়ে থাকেন ঈমানে দৃঢ় করার জন্য। এমন শত শত লোক রয়েছে যারা আমার কাছে চিঠি লিখে, আমার কাছে এসে বলেও থাকে।

দোয়ার প্রকৃত দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, তত্ত্বজ্ঞান অনুগ্রহের মাধ্যমে লাভ হয়। এরপর অনুগ্রহের মাধ্যমেই স্থায়ী হয়। কৃপা তত্ত্বজ্ঞানকে স্বচ্ছ ও সমুজ্জল করে দেয় এবং মাঝ থেকে পর্দাসমূহকে দূর করে দেয়। নফসে আম্মারার কলুষ দূর করে দেয় এবং আত্মাকে শক্তি দেয় এবং জীবন দান করে অবাধ্য আত্মাকে অবাধ্যতার কারাগার থেকে মুক্তি দেয়। অর্থাৎ অবাধ্য আত্মা যা পাপে প্ররোচিত করে, সেই অবাধ্য আত্মাকে অবাধ্যতার বন্দিদশা থেকে বের করে এবং নোংরা কামনা-বাসনার কলুষ থেকে পবিত্র করে ও বন্যা যেমনটি হয়ে থাকে, প্রবৃত্তির কামনাবাসনার অনুরূপ প্রবল বন্যা থেকে বাইরে নিয়ে আসে; (অর্থাৎ পাপের বন্যা হতে।) তখন মানুষের মাঝে একটি পরিবর্তন আসে, ফলে সে নোংরা জীবনের প্রতি স্বাভাবিকভাবে ঘৃণা পোষণ করে। এরপর অনুগ্রহের কারণে হৃদয়ে প্রথম যে প্রেরণা সৃষ্টি হয় তা হলো দোয়া। এ কথা মনে করো না, আমরাও প্রত্যেকদিন দোয়া করি এবং সব নামায যা আমরা পড়ি সেগুলোও তো দোয়াই! কেননা, সেই দোয়া যা তত্ত্বজ্ঞান লাভের পর কৃপার নিদর্শনস্বরূপ সৃষ্টি হয়– সে দোয়ার রং ও বৈশিষ্ট্য ভিন্ন হয়ে থাকে। (আমরা আসলাম, বাহ্যত নামায পড়লাম, পাঁচ মিনিটে নামায পড়ে বের হয়ে গেলাম– এগুলো নামায নয়, এগুলো দোয়া নয়। এর জন্য তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। সেই তত্ত্বজ্ঞান

যখন সৃষ্টি হবে তখন সে দোয়ার স্বাদই ভিন্ন হয়ে থাকে। সেই নামাযের স্বাদই ভিন্ন।) তিনি বলেন, সেটির রং ও অবস্থা ভিন্ন হয়ে থাকে। সেটি বিলীনকারী বিষয়, সেটি ভস্মকারী এক অগ্নি, সেটি রহমতকে আকর্ষণকারী এক চুম্বকীয় আকর্ষণ; সেটি এক মৃত্যু কিন্তু পরিশেষে জীবন দান করে। সেটা এক প্রবল বন্যা কিন্তু অবশেষে নৌকায় পরিণত হয়। (সেটি এক প্লাবন, কিন্তু তা অবশেষে নৌকা হয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেয়।) সব বিশৃঙ্খল বিষয় এর মাধ্যমে সুবিন্যস্ত হয়। সকল বিষ অবশেষে এর দ্বারা প্রতিষেধক হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের মধ্যে সৌভাগ্যবান তারা যারা এই তত্ত্বজ্ঞান অর্জন করার চেষ্টা করে।

তিনি (আ.) বলেন, দোয়া খোদার পক্ষ থেকে আসে আর খোদার দিকেই যায়। দোয়ার ফলে খোদা ততটা নিকটে এসে যান যেমনটি তোমাদের প্রাণ তোমাদের নিকটে রয়েছে। দোয়ার প্রথম পুরস্কার হলো মানুষের ভিতর পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। (অধিকাংশ মানুষ জিজ্ঞেস করে যে, আমরা কীভাবে বুঝব যে, আমাদের দোয়া কবুল হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন? তাদের জন্য এ হলো উত্তর। তাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে উন্নতি তখন হবে যখন মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন আসবে। যখন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হবে তখন দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শনও তোমরা লাভ করবে।) তিনি বলেন, মানুষের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। এরপর সেই পরিবর্তন অনুসারে খোদাও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন। অথচ তাঁর গুণাবলি অপরিবর্তনীয়। কিন্তু পরিবর্তিত লোকদের জন্য তাঁর একটি ভিন্ন বিকাশ ঘটে যা পৃথিবী জানে না। (এমন নয় যে, আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলি পরিবর্তন হয়, তাঁর গুণাবলি কখনো পরিবর্তন হতে পারে না। কিন্তু এমন পরিবর্তন আনয়নকারীর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এমন অবস্থা সৃষ্টি করে দেন যে, মনে হয় যেন আল্লাহ্ তা'লার বৈশিষ্ট্যে কোনো পরিবর্তন ঘটেছে। অথচ বৈশিষ্ট্য তা-ই রয়েছে। বরং তার নিজের মাঝে পরিবর্তন সৃষ্টির কারণে সে তাঁর বিকাশ দেখতে পাচ্ছে।) তিনি বলেন, মনে হয় যেন তিনি ভিন্ন খোদা, অথচ ভিন্ন কোনো খোদা নেই। কিন্তু নতুন বিকাশ তাঁকে নতুন রঙে প্রকাশ করে। তখন তিনি সেই বিশেষ বিকাশের মহিমায় পরিবর্তিত ব্যক্তির জন্য সেই কাজ করেন যা অন্যদের জন্য করেন না। এটিই সেই অলৌকিক বিষয়।

এরপর তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, "মহা মর্যাদাবান আল্লাহ্ যেই দরজা নিজ সৃষ্টির মঙ্গলের জন্য খুলেছেন তা একটিই আর তা হলো দোয়া। যখন কোনো ব্যক্তি আহাজারি এবং কাকুতিমিনুতির সঙ্গে এই দ্বারপথে প্রবেশ করে তখন সেই মহাসম্মানিত খোদা তাকে পবিত্রতা এবং পরিশুদ্ধতার চাদর দ্বারা আবৃত করে দেন এবং তাঁর মাহাত্ম্য তার হৃদয়ে এতটা বৃদ্ধি করেন যে, বৃথা কাজ ও অর্থহীন কর্ম থেকে সে বহু ক্রোশ দূরে চলে যায়। দূরে, বহু দূরে সে চলে যায়। অতএব, প্রকৃত দোয়ার বৈশিষ্ট্য হলো, অন্যায় কাজকর্ম এবং বৃথা কার্যকলাপ থেকে সে দূরে সরে যায়। পবিত্রতা তার স্বভাবের অংশ হয়ে যায়। সে শুধু জাগতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থের জন্যই দোয়া করে না, বরং নিজের ধর্ম ও তাকওয়ায় উন্নতির জন্য দোয়া করে। খোদা তা'লার ভালোবাসা লাভের জন্য দোয়া করে। এটিই একজন সত্যিকার মুমিনের পরিচয়। এটিই ঈমানে কামিল হওয়ার চিহ্ন। এটিই ঈমানে অগ্রগামী হবার চিহ্ন।

অতঃপর দোয়ার গভীরতাকে আরো উন্মোচন করে তিনি (আ.) এক স্থানে বলেন, কৃপা লাভের সর্বাধিক নিকটতম পন্থা হচ্ছে দোয়া। কামিল দোয়ার আবশ্যিক দিকগুলো হলো কোমলতা, অস্থিরতা ও বিগলন। যে দোয়া বিনম্র ব্যাকুলতা ও ভগ্ন হৃদয়ের আকুতিতে পরিপূর্ণ

থাকে তা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণকে আকর্ষণ করে। (অর্থাৎ অতিশয় বিনয়ের সাথে, বিগলিত চিত্তে মানুষ কেঁদে কেঁদে যখন দোয়া করে।) (তাহলে) তা গৃহীত হয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এটিও আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত লাভ হয় না। এ অবস্থা সৃষ্টির জন্যও আল্লাহ্ তা'লার কৃপা যাচনা করতে হবে। আর এক্ষেত্রে চিকিৎসা হলো, যতই অনীহা বা যতই বিস্বাদ লাগুক না কেন– দোয়া যেন চালিয়ে যায়, কোনোক্রমেই যেন হাল না ছাড়ে; কৃত্রিমতা ও ভনিতা করে হলেও যেন দোয়া অব্যাহত রাখে। সত্যিকার ও প্রকৃত দোয়ার জন্যও দোয়ারই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। অনবরত আল্লাহ্ তা'লার সমীপে লেগে থাকা উচিত। আল্লাহ্ তা'লার পিছু ছাড়া উচিত নয়; যতক্ষণ সে অবস্থা সৃষ্টি না হবে আমি যাবো না। এরপর সে অবস্থা সৃষ্টি হবে। অতঃপর তাঁর কৃপা লাভ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়।

অনেকেই এমন আছে, সামান্য দোয়া করার পর তারা তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। কিছুক্ষণ দোয়া করার পর তাদের মন ভরে যায়। বলে ওঠে, কিছুই হবে না। কিন্তু আমাদের উপদেশ হলো, ধুলো চালার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। বাহ্যত মনে হয় যে, ধুলো ছাঁকছ, কিন্তু এর মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। অবশেষে আশিস লাভ হয়, কেননা অবশেষে কাঙ্ক্ষিত রত্ন তা থেকেই বেরিয়ে আসে আর এমন একটি দিন আসে যখন তার হৃদয় কথার সাথে একাত্ম হয়ে যায়। যে উদ্দেশ্য লাভ করার থাকে তা অবশেষে তার লাভ হয়ে যায় অথবা যা তার অভিষ্ট হয়ে থাকে তা হস্তগত হয়। তিনি (আ.) বলেন, যখন তার হৃদয় কথার সাথে একাত্ম হয়ে যায় তখন আপনাআপনি সে বিনয়, ক্রন্দন এবং দোয়ার অনুষঙ্গগুলো তাতে সৃষ্টি হয়ে যায়। অর্থাৎ যা মৌখিকভাবে বলে তা আসলে হৃদয়েরই চিত্র হয়ে থাকে। চরম অমনোযোগ ও অধৈর্য সত্ত্বেও যে রাতে জাগ্রত হয় এবং এভাবে দোয়া করে, হে আমার প্রভু! হৃদয় তোমারই আয়ত্ব ও নিয়ন্ত্রণে, তুমি তা পরিষ্কার করে দাও। আর হৃদয়ের চরম অনীহার মাঝে যদি আল্লাহ্ তা'লার নিকট হৃদয়ের প্রশস্ততা যাচনা করে, অর্থাৎ হৃদয় বদ্ধাবস্থায় রয়েছে– সে অবস্থায় যদি চায় যে, হৃদয় উন্মুক্ত হোক, আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হোক, মনোযোগ নিবদ্ধ হোক, তাঁর ভালোবাসা বৃদ্ধি পাক– তবে সেই বদ্ধাবস্থার গর্ভ থেকে উন্মুক্ততা সৃষ্টি হবে। হৃদয়ের বদ্ধাবস্থার মাঝেও মানুষের অন্তর প্রশস্ত হয় ও হৃদয় বিগলিত হয়। হৃদয় প্রশস্ত হবার অর্থ কী? দোয়ায় মন গলবে, মানুষের কান্না পাবে। এটিই সে সময় হয়ে থাকে যেটিকে গ্রহণীয় মুহূর্ত বলে আখ্যায়িত করা হয়। এমন অবস্থা সৃষ্টি হলে ধরে নিতে পারো, এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মুহূর্ত। সে লক্ষ্য করবে, সে সময় আত্মা খোদার দরবারে পানির মতো প্রবাহিত হয় যেন পানির এক বিন্দু যা উপর থেকে নীচে গড়িয়ে পড়ে।

অতএব, যখন এরকম অবস্থা হয় তখন মানুষ নিজেই অনুভব করে যে এটি দোয়া গৃহীত হবার সময়। এরপর এ কথার প্রতিও বিশ্বাস জন্মে যে, এখন আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য যা করবেন তাই আমার জন্য উত্তম হবে। এটি নয় যে, আমি যা বলেছি তা-ই হবে; বরং এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে যায়, সেই বিনম্র অবস্থায় মানুষ আশ্বস্ত হয় যে, এখন এ দোয়ার পর এর ফলে আল্লাহ্ তা'লা আমার জন্য যা-ই করবেন তা-ই আমার জন্য উত্তম। বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এই উন্নতি ঘটে। হৃদয়ে আর কোনো অভিযোগ থাকে না। সুতরাং এ অবস্থা আমাদের নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করার জন্য চেষ্টা করা উচিত আর সে লক্ষ্যে আমাদের আত্ম বিশ্লেষণ করা উচিত।

এ বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন, দোয়া এমন এক জিনিস যা প্রত্যেক কঠিন বিষয়কে সহজ করে দেয়। দোয়ার ফলে কঠিন থেকে কঠিন কাজও সহজ হয়ে যায়। যারা দোয়ার মূল্য ও গুরুত্ব সম্বন্ধে অনবহিত তারা খুব দ্রুত ক্লান্ত

হয়ে পড়ে আর মনোবল হারিয়ে বসে; অথচ দোয়া ধৈর্য ও অবিচলতা চায়। মানুষ যখন পূর্ণ দৃঢ়তা ও অবিচলতার সাথে লেগে থাকে তখন কেবল একটি মন্দ অভ্যাস নয়, বরং হাজারো মন্দ অভ্যাস আল্লাহ্ তা'লা দূর করে দেন এবং তাকে পরিপূর্ণ মুমিন বানিয়ে দেন। কিন্তু এর জন্য নিষ্ঠা এবং চেষ্টা-সাধনা শর্ত যা দোয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ নিষ্ঠা, সাধনা এবং অব্যাহত চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম আবশ্যক।

অতএব এই বিষয়গুলো সৃষ্টি করা আবশ্যক। এজন্য আমাদের নিজেদের যাচাই করা দরকার, আমাদের মাঝে কি এই নিষ্ঠা এবং চেষ্টাসাধনার সৃষ্টি হয়েছে বা আমরা তা সৃষ্টি করার চেষ্টা করছি কি? চেষ্টাসাধনার অর্থই হলো ধারাবাহিকভাবে চেষ্টা করে যাওয়া এবং ক্লান্ত না হওয়া। জাগতিক কাজের চেষ্টাসাধনায় আমরা ক্লান্ত হই না, তাহলে খোদা তা'লার নৈকট্য লাভ করার ক্ষেত্রে আমরা কেন ক্লান্ত হব?

এরই দর্শন বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, মানুষের উচিত, এ জীবনকে অত্যন্ত কুৎসিত মনে করে তা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করা আর দোয়া করা; কেননা কেউ যখন সঠিকভাবে চেষ্টা করে আর সত্যিকার অর্থে দোয়ার উপর নির্ভর করে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে পরিশেষে মুক্তি দেন আর সে পাপের জীবন থেকে মুক্তি লাভ করে। কেননা দোয়া কোনো সাধারণ বিষয় নয়, বরং তা এক মৃত্যুবিশেষ। মানুষ যখন সেই মৃত্যু বরণ করে নেয় তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে সেই অপরাধপ্রবণ জীবন থেকে রক্ষা করেন যা পরিণামে মৃত্যু ডেকে আনে, আর তাকে এক পবিত্র জীবন দান করেন। (অপরাধপ্রবণ জীবনও এক মৃত্যুরই নামান্তর; পরকালে গিয়ে যার কারণে শাস্তি পেতে হবে কিংবা কখনো কখনো ইহজগতেই সেই শাস্তি পেয়ে যায়; সেটির কবল থেকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেন।) তিনি (আ.) বলেন, অনেক লোক দোয়াকে এক সাধারণ বিষয় মনে করে। অতএব স্মরণ রাখা উচিত, এটি মোটেও দোয়া নয় যে, কোনোমতে নামায পড়ে দুহাত তুলে বসে যাবে আর যা–কিছু মুখে আসে তা বলতে থাকবে। এমন দোয়ায় কোনো উপকার হয় না, কেননা এমন দোয়া কেবল মন্ত্রপাঠের নামান্তর। যেভাবে কোনো কোনো ধর্মের অনুসারীরা মন্ত্র পাঠ করে থাকে। এ তো নিছক এক প্রকার মন্ত্র, যাতে হৃদয়ের সম্পৃক্ততাও থাকে না কিংবা আল্লাহ্ তা'লার শক্তিমত্তার ওপর বিশ্বাসও থাকে না। হৃদয় থেকে আওয়াজ বের হয় না আর এটিও প্রকাশ করা হয় না যে, আল্লাহ্ তা'লা সকল শক্তিমত্তার অধিকারী। স্মরণ রেখো! দোয়া এক প্রকার মৃত্যু। আর যেভাবে মৃত্যুর সময় উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা বিরাজ করে, দোয়ার জন্যও তেমনই উদ্বেগ এবং উদ্দীপনা থাকা আবশ্যক। সুতরাং দোয়ার জন্য পূর্ণ উদ্বেগ এবং বিগলন যতক্ষণ পর্যন্ত না হবে ততক্ষণ কোনো কাজ হবে না। তাই রাতে উঠে হৃদয় নিংড়ানো কান্নাকাটি, আহাজারি করে নিজের সমস্যাবলি আল্লাহ্ তা'লার সমীপে উপস্থাপন করা উচিত, আর সেই দোয়াকে এমন পর্যায়ে উপনীত করা উচিত যেন এক প্রকার মৃত্যুর অবস্থা সৃষ্টি হয়। তখন দোয়া কবুলিয়তের মর্যাদায় উপনীত হবে। তিনি (আ.) বলেন, এ কথাও স্মরণ রাখবে– সর্বপ্রথম এবং গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হলো, মানুষের নিজের পাপমুক্ত হওয়ার দোয়া করা। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তিনি (আ.) বলেন, সকল দোয়ার মূল ও শাখা এটিই; দোয়ার মূল এটিই কেননা এই দোয়া যখন কবুল হবে তখন মানুষ সকল প্রকার নোংরামি এবং কলুষ থেকে পাক-পবিত্র হয়ে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্র সাব্যস্ত হবে। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি নয় যে, আমরা মনে করলাম– আমরা পবিত্র হয়ে গেছি। খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্র সাব্যস্ত হতে হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া করে যাওয়া উচিত যতক্ষণ পর্যন্ত চিত্ত নিশ্চিন্ত না হয় যে, খোদা তা'লা আমাকে পবিত্র করেছেন এবং তাঁর দৃষ্টিতে আমি পবিত্র হয়েছি।

এর অর্থ হলো, পুনরায় যেন কোনো পাপের চিন্তা মাথায় না আসে। তাহলে তার অন্য দোয়া যা তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য হয়ে থাকে, তা যাচনা করার প্রয়োজনও পড়ে না বরং তা এমনিতেই কবুল হতে থাকে। যখন এরকম অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন আল্লাহ্ তা'লাও বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালন করেন এবং তার অভাব মোচন করেন। তিনি (আ.) বলেন, পাপমুক্ত হওয়ার দোয়া করা সর্বাধিক শ্রমসাধ্য ও কঠিন বিষয়। এটি কোনো সাধারণ দোয়া নয় বরং এটি অনেক বড় দোয়া। গুনাহ থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দোয়া করা আর খোদা তা'লার দৃষ্টিতে যেন মুত্তাকি ও পুণ্যবান গণ্য হওয়া। (আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে মুত্তাকী ও পুণ্যবান হতে হবে; নিজেকে পুণ্যবান মনে করবে অথবা লোকেরা পুণ্যবান বলে বেড়াবে– এমন নয়।) অর্থাৎ প্রথম দিকে মানুষের হৃদয়ে যে পর্দা পড়ে থাকে তা দূরীভূত হওয়া প্রয়োজন। যখন তা দূরীভূত হবে তখন অন্যান্য পর্দাও দূর হওয়ার জন্য এতটা পরিশ্রম ও কষ্ট করার প্রয়োজন হবে না, কেননা খোদা তা'লার অনুগ্রহ লাভ হয়ে তার সহস্র সহস্র পাপ নিজে নিজেই দূরভীত হয়ে যায়। ভিতরে যদি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সত্যিকার সর্ম্পক গড়ে ওঠে তখন খোদা তা'লা স্বয়ং তার অভিভাবক ও তত্ত্বাবধায়ক হয়ে যান এবং সে আল্লাহ্ তা'লার কাছে কিছু চাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তাকে দান করেন, তা সে জাগতিক চাহিদাই হোক না কেন; সেটিও পূর্ণ হয় যায়। এটি একটি সূক্ষ্ম রহস্য যা তখন প্রকাশ পায় যখন মানুষ সেই মর্যাদায় উপনীত হয়। এর পূর্বে এটিকে বুঝা খুবই কঠিন। কিন্তু এটি একটি অনেক বড় চেষ্টাসাধনার কাজ, কেননা দোয়াও একটি সংগ্রাম ও সাধনার দাবি রাখে। যে ব্যক্তি দোয়ার বিষয়ে উদাসীন, দোয়া এড়িয়ে চলে বা দোয়া করে না– আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না, তার থেকে দূরে চলে যান। ত্বরাপরায়ণতা ও তাড়াহুড়ো এখানে কাজে আসে না। ত্বরাপরায়ণতা কাজে আসবে না। খোদা তা'লা নিজ অনুগ্রহ ও কৃপায় যা চান তা দান করেন, যখন চান পুরস্কৃত করতে পারেন। এটি সবসময় মন-মস্তিষ্কে থাকা উচিত– তিনি যা ইচ্ছা ও যখন ইচ্ছা দেন। যাচনাকারীর কাজ এটি নয় যে, তাৎক্ষণিক না দেওয়ার কারণে অভিযোগ ও কুধারণা করবে; বরং অবিচলভাবে ও ধৈর্যের সাথে চাইতে থাকা উচিত।

অতএব, অবিচলতা হলো শর্ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হলো, নিজেকে পবিত্র করার দোয়া; এমন পবিত্রতা যা খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্রতা বলে গৃহীত হয়।

দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য অবস্থা কেমন হওয়া উচিত? এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, দোয়ায় গৃহীত হওয়ার বৈশিষ্ট্যাবলি তখন সৃষ্টি হয় যখন তা উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার পরম মার্গে উপনীত হয়। যখন অস্থিরতার চরম সীমায় উপনীত হয় তখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এর গৃহীত হওয়ার চিহ্ন এবং উপকরণও সৃষ্টি হয়ে যায়। প্রথমে ঊর্ধ্বলোকে এর উপকরণ সৃষ্টি করা হয়, এরপর পৃথিবীতে এর প্রভাব প্রকাশিত হয়। এটি কোনো সাধারণ বিষয় নয়। আল্লাহ্ তা'লা দোয়া কবুল করলে সেখান থেকে তাঁর আদেশ জারী হয়ে যায়। এরপর এর প্রভাব পৃথিবীতে আসা শুরু হয়। এটি কোনো সামান্য বিষয় নয়। বরং এ এক মহান সত্য। প্রকৃত সত্য হলো, যদি কেউ খোদা তা'লার বিকাশ দেখতে চায় তবে তার দোয়া করা উচিত।

অনেকে প্রশ্ন করে থাকে, আল্লাহ্ যখন সিদ্ধান্ত করে রাখেন যে, এটি হবে আর আল্লাহ্ তা'লা জানেন এটি হবেই– সেক্ষেত্রে দোয়া করার দরকার কী? দোয়া কেন আবশ্যক– এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক জায়গায় বলেন, দোয়া যদি মানুষের হাতে থাকত তাহলে মানুষ যা ইচ্ছা তা করতে পারত। তাই আমরা এ কথা বলতে পারি না যে,

অমুক বন্ধু বা অমুক আত্মীয়ের অমুক কাজ হবেই হবে। অনেকে দোয়ার আবেদন করে থাকেন। আবশ্যক নয় যে, সে দোয়া কবুল হবেই। এ বিষয়টি তো আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে চাইবেন, সেভাবে কবুল করবেন।

অনেক সময় অতীব প্রয়োজন অনুভূত হওয়া সত্ত্বেও দোয়া করা হয় না। দোয়া চাওয়াও হয়, দোয়ার প্রয়োজনও অনুভূত হয়, কিন্তু হৃদয়ে আবেগ সৃষ্টি হয় না। বরং হৃদয় কঠোর হয়ে যায়। মানুষ যেহেতু এ রহস্য সম্পর্কে অবগত নয় তাই তারা বিভ্রান্ত হয়ে যায়। তারা বলে, যেহেতু আবেগ সৃষ্টি হচ্ছে না তাই দোয়া করে লাভ কী? তিনি বলেন, এই অবস্থায় সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তাহলে ভাগ্যের লিখন অর্থাৎ তকদীদের বিষয়টি মানুষ যেভাবে দেখে তা সঠিক! অর্থাৎ যা আমাদের ভাগ্যে লিখিত আছে তা-ই হবে; তাহলে দোয়া করার কী দরকার কিংবা চেষ্টা করারও বা কী দরকার? তিনি বলেন, এর উত্তর হলো, এতে সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী; তিনি জানেন– এটি অবশ্যই হবে। কিন্তু এর মানে এটি নয় যে, আল্লাহ্ অমুক কাজ করতে সক্ষম নন। আল্লাহ্‌র জানার অর্থ এই নয় যে, ভিন্ন কিছু করা আল্লাহ্‌র সাধ্যের বাইরে। নিশ্চিত তেমনিই হবে। আর এখন এটি আল্লাহ্‌র আয়ত্ত্বের বাহিরে চলে গেছে। যদি এসব মানুষের বিশ্বাস এটিই হয়ে থাকে যে, যা হবার তা চূড়ান্ত হয়ে গেছে, এখন আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টা নিরর্থক– সেক্ষেত্রে তিনি (আ.) তাদেরকে জাগতিক দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, যদি মাথাব্যথা হয় তাহলে এর চিকিৎসা কেন নাও? কিছুক্ষণ পর মাথা ব্যথা এমনিতেই সেরে যাবে। অথবা মাথাব্যথা হবার থাকলে হবে, ঔষধ খাওয়ার কী দরকার? তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তোমরা ঠাণ্ডা পানি কেন পান করো? কিছু এমন লোকও আছে যারা পানি পান করে না আর এমনিতেই তৃষ্ণা মিটে যায়। কিন্তু এর মানে এটি নয় যে, সবার তৃষ্ণা মিটে যায়। তৃষ্ণায় মানুষ মারাও যায়। তাহলে তৃষ্ণার্ত হলে ঠাণ্ডা পানি কেন পান করো? পান করার উদ্দেশ্য হলো তৃষ্ণা নিবারণ। আসল কথা হলো, মানুষের চেষ্টাপ্রচেষ্টার কোনো না কোনো ফলাফল অবশ্যই প্রকাশিত হয়। মানুষ যখন চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, দোয়া করে– তখন এসবের ফলাফলও প্রকাশিত হয়। তাই কোনো বিষয় আল্লাহ্ জানলেই সেটি নিশ্চিতরূপে হবে সেটি আবশ্যক নয়। বরং আল্লাহ্ দোয়ার মাধ্যমে অদৃষ্ট পরিবর্তন করে দেন। এক ব্যক্তি অসুস্থ, ডাক্তার তাকে মৃত্যু পথযাত্রী বলে ঘোষণা দিয়ে দেয়। কিন্তু দোয়ার কল্যাণে সে নয় বছর, চার বছর বা দশ বছর বেশি জীবন লাভ করে। এভাবে আল্লাহ্ তার ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন। এটি চিরসত্য কথা যে, সকল মানুষ মরণশীল। কিন্তু তাকে আল্লাহ্ সুসাস্থ্যময় জীবন দান করেন। তিনি বলেন, দোয়া উত্তম বিষয়, যদি সঠিকরূপে করতে পারো তাহলে ক্ষমার মাধ্যম হয়ে যায়। অন্য কিছু না হলেও ক্ষমার মাধ্যম হয়। দোয়ার মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য পূরণ না হলেও আল্লাহ্ তা'লা তার তত্ত্বাবধান করেন। আর তা এই পৃথিবীতে অথবা পরকালে তার জন্য ক্ষমার কারণ হয়ে যায়। তার জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টির কারণ হয়ে যায়। তার জন্য পুরস্কারের মাধ্যম হয়ে যায়। এর মাধ্যমেই ধীরে ধীরে আল্লাহ্ কৃপা করা শুরু করেন। এরপর আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারিও শুরু হয়ে যায়। যদি এ জীবনেই ক্ষমার পুরস্কার লাভ হয়ে যায় তাহলে খোদার কৃপার প্রকাশও মানুষ দেখতে শুরু করে। তিনি আরো বলেন, দোয়া না করার কারণে প্রথমে হৃদয়ে মরিচা পড়ে যায় এরপর মন শক্ত হয়ে যায়। মনে করে, দোয়া করার দরকার কী? মানুষ খোদা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। খোদার সাথে সম্পর্কহীনতা তৈরি হয়। আল্লাহ্ তা'লার সাথে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্‌কে অপরিচিত মনে হতে থাকে। এরপর শত্রুতা সৃষ্টি হয়ে যায়। এক পর্যায়ে ঈমান হারিয়ে যায়। অবশেষে আল্লাহ্ তা'লার ওপর থেকে বিশ্বাসই উঠে যায়। অতএব দোয়া না করার ফলে

ধীরে ধীরে এ অবস্থাগুলো সৃষ্টি হয়; অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে প্রথমে মরিচা ধরে, এরপর হৃদয় কঠোর হয়ে যায়, এরপর নাস্তিকতা সৃষ্টি হয়। এরপর শত্রুতাপূর্ণ চিন্তাধারা হৃদয়ে দানা বাঁধতে থাকে। এরপর এমন সব ধারণা সৃষ্টি হয় যার ফলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষ নাস্তিক হয়ে যায়। তাই দোয়ার প্রতি অবশ্যই মনোযোগী হও। ঈমান নষ্ট হয়ে গেলে মানুষের ইহকাল ও পরকাল উভয় ধ্বংস হয়ে যায়। অতঃপর কী ধরনের দোয়া ইসলামের জন্য গর্বের কারণ সে বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

দোয়া ইসলামের বিশেষ গর্ব এবং মুসলমানরা এটি নিয়ে খুবই গর্বিত। কিন্তু স্মরণ রেখো! দোয়া মৌখিক বুলি আওড়ানোর নাম নয়, বরং এটি সেই বিষয় যার ফলে হৃদয় খোদাভীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যায় এবং দোয়াকারীর আত্মা পানির মতো প্রবাহিত হয়ে খোদার দরবারে গিয়ে পৌঁছে এবং নিজ দুর্বলতা ও দোষত্রুটির জন্য সর্বশক্তিশালী ও মহাপরাক্রমশালী খোদার সমীপে শক্তি, সামর্থ্য ও ক্ষমা প্রার্থনা করে। এটি সেই অবস্থা যাকে অন্য ভাষায় মৃত্যু বলা যেতে পারে। এ অবস্থা যদি ভাগ্যে জোটে তখন নিশ্চিত হতে পারো যে, এমন ব্যক্তির জন্য দোয়া গৃহীত হবার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। তাকে পাপ থেকে বাঁচার এবং পুণ্যে অবিচল থাকার বিশেষ শক্তি, কৃপা এবং দৃঢ়তা দান করা হয়। এটি সবচেয়ে মহান মাধ্যম। কিন্তু বড় সমস্যা হলো, মানুষ দোয়ার প্রকৃত তাৎপর্য ও গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ এবং একারণে এ যুগে অনেক মানুষ এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কেননা তারা দোয়ার সেসব কার্যকারিতা দেখে না। আর অস্বীকার করার আরেকটি কারণ এটিও যে, তারা বলে, যা হবার তা তো হবেই (অর্থাৎ সেই তকদীর সংক্রান্ত কথা বলে;) দোয়ার কী প্রয়োজন? কিন্তু আমি ভালোভাবে জানি, এটি তো নিতান্ত বাহানা। তাদের যেহেতু দোয়ার অভিজ্ঞতা নেই, এর কার্যকারিত সম্পর্কে ধারণা নেই, সে কারণে তারা এমন কথা বলে বসে। তাদের বিশ্বাস যদি বাস্তবেই এমন হয়ে থাকে তাহলে তারা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসা কেন নেয়? যেখানে অন্যান্য জিনিসের মাঝে প্রভাব বিদ্যমান সেখানে আধ্যাত্মিক জগতে কেন প্রভাব থাকবে না? সেই জগতের বিষয়াদির মাঝে দোয়া একটি অতি শক্তিশালী অস্ত্র।

অতএব, দোয়ার মাঝে প্রভাব রয়েছে কিন্তু কেবল তাদের দোয়ার মাঝে– যারা আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলির ওপর আমল করে, আল্লাহ্ ও বান্দার অধিকার আদায় করে এবং অবিচলতার সাথে করে যায়। আল্লাহ্ তা'লা যে–সব কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো করে এবং যে–সব কাজ করতে বারণ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে, আর তাদের ঈমান বিন্দুমাত্র দোদুল্যমান হয় না বরং ঈমানে উন্নতি করতে থাকে; তবেই কেবল এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়।

অতঃপর অবিচলতার সাথে দোয়া করার বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, দোয়া করার সময় ঔদাসীন্য ও হতাশা থাকা উচিত নয় এবং দ্রুত মনোবল হারানো উচিত নয়, বরং ততক্ষণ পিছু হটা উচিত নয় যতক্ষণ দোয়া পূর্ণ কার্যকারিতা প্রকাশ না করে। যারা ক্লান্ত হয়ে যায় এবং হতাশ হয়ে পড়ে তারা ভুল করে, কেননা এটি বঞ্চিত থাকার লক্ষণ। আমার দৃষ্টিতে দোয়া অনেক উত্তম জিনিস এবং আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, কল্পনাপ্রসূত কথা নয়, যে সমস্যা কোনো চেষ্টাপ্রচেষ্টায় সমাধান হয় না আল্লাহ্ তা'লা দোয়ার বদৌলতে সেটিকে সহজ করে দেন। আমি সত্য সত্যই বলছি, দোয়া অসাধারণ প্রভাববিস্তারী বিষয়। অসুস্থতা থেকে এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ, জাগতিক কষ্ট ও সমস্যাদি এর ফলে দূর হয়ে থাকে; শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে এটি রক্ষা করে। এমন কী আছে যা দোয়ার মাধ্যমে লাভ করা যায় না? সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এটি মানুষকে পবিত্র করে আর একজন মানুষের, একজন

মুমিনের এবং একজন খাঁটি বান্দার মূল উদ্দেশ্য এটিই হওয়া চাই। অধিকন্তু এটি খোদা তা'লার প্রতি জীবন্ত ঈমান প্রদান করে, পাপ থেকে পরিত্রাণ ও পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দৃঢ়তা এর থেকেই লাভ হয়। কত সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি– যে দোয়ার প্রতি ঈমান রাখে, কেননা সে আল্লাহ্ তা'লার বিস্ময়কর সব নিদর্শন দেখতে পায় এবং সে খোদা তা'লাকে মহাশক্তিশালী ও উদার খোদা পেয়ে তাঁর সত্তায় ঈমান আনয়ন করে।

দোয়া গৃহীত না হবার ব্যাপারে অভিযোগকারীদের অভিযোগের উত্তরে তিনি (আ.) এক স্থানে লিখেন, অনেক মানুষ আছে যারা আল্লাহ্ তা'লাকে দোষারোপ করে আর নিজেকে দোষমুক্ত মনে করে বলে, আমরা নামাযও পড়েছি আর দোয়াও করেছি, কিন্তু দোয়া গৃহীত হয় নি। এটি তাদেরই দোষ কেননা মানুষ যতদিন নামায এবং দোয়া আলস্য ও উদাসীনতা থেকে মুক্ত হয়ে না পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে না। যদি মানুষ এমন এক খাবার খায় যেটি বাহ্যত সুমিষ্ট কিন্তু তাতে বিষ মেশানো থাকে, তাহলে মিষ্টতার কারণে বিষের প্রভাব বুঝতে পারবে না, কিন্তু মিষ্টির প্রভাব প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই বিষ প্রভাব বিস্তার করে মানুষের ভবলীলা সাঙ্গ করবে। এ কারণেই উদাসীনতাপূর্ণ দোয়া কবুল হয় না, কেননা উদাসীনতা পূর্বেই নিজের প্রভাব বিস্তার করে।

এটি একেবারেই অসম্ভব যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লার অনুগত হবে আর তার দোয়া গৃহীত হবে না। হ্যাঁ, আবশ্যক হলো, দোয়া গৃহীত হবার জন্য নির্ধারিত শর্তাবলি পরিপূর্ণভাবে পালন করা।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার শর্তাবলি হচ্ছে আল্লাহ্ তা'লার কথা পরিপূর্ণভাবে মান্য করা, তাঁর ডাকে সাড়া দেওয়া এবং তাঁর প্রতি ঈমান দৃঢ় হওয়া। যা-ই হোক না কেন মানুষের আল্লাহ্ তা'লার আঁচল পরিত্যাগ করা উচিত নয়।

আল্লাহ্ তা'লা যে–সব উপকরণ সৃষ্টি করেছেন দোয়ার পাশাপাশি সেগুলো ব্যবহার করাও জরুরি। এ প্রসঙ্গে তিনি (আ.) বলেন, "সত্যকথা হলো, যে ব্যক্তি আমল করে না সে দোয়াও করে না বরং খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে।" তাই দোয়া করার পূর্বে নিজের সকল শক্তিসামর্থ্য ব্যয় করা প্রয়োজন। এটিই 'ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম' দোয়ার অর্থ। প্রথমেই মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের প্রতি দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। কেননা আল্লাহ্ তা'লার রীতি হলো, তিনি উপকরণের মাধ্যমে সংশোধন করে থাকেন। সংশোধনের জন্য তিনি কোনো না কোনো উপকরণ সৃষ্টি করেন যা সংশোধনের কারণ হয়। সেসব লোকের এ বিষয়ে প্রণিধান করা উচিত যারা বলেন, 'দোয়া যখন করছি উপকরণের কী প্রয়োজন?' এ নির্বোধদের ভাবা উচিত, দোয়া নিজেই একটি লুক্কায়িত উপকরণ। দোয়াও একটি উপকরণ যা অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, ইসলামের প্রকৃত অর্থ হলো নিজের সন্তুষ্টি আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অধীন করা। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে, মানুষ তার নিজ শক্তিবলে এই মর্যাদা লাভ করতে পারে না। হ্যাঁ, মানুষের জন্য আবশ্যক, সে যেন চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে; কিন্তু সেই মর্যাদা লাভের প্রকৃত মাধ্যম হচ্ছে দোয়া। মানুষ দুর্বল, যতক্ষণ পর্যন্ত না দোয়ার মাধ্যমে শক্তি ও সাহায্য নেয় সে এই দুর্গম গন্তব্য অতিক্রম করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা মানুষের দুর্বল অবস্থা সম্পর্কে বলেন, 'খুলিকাল ইনসানা যয়িফা' অর্থাৎ মানুষকে দুর্বল করে তৈরি করা হয়েছে। দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও নিজ শক্তিবলে এমন উচ্চমর্যাদা ও মহান অর্জনের দাবি একেবারেই বাজে ধারণা। এরজন্য দোয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দোয়া একপ্রকার মহাশক্তি যার মাধ্যমে বড়ো বড়ো কঠিন কাজ হয়ে যায় এবং দুর্গম গন্তব্যকে মানুষ খুব সহজেই

অতিক্রম করে ফেলে, কেননা দোয়া হচ্ছে সেই কল্যাণ ও শক্তি নিজের মাঝে ধারণ করার রাস্তা, যা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আসে। যে ব্যক্তি অনবরত দোয়ায় রত থাকে সে অবশেষে এই কল্যাণকে আকৃষ্ট করে এবং খোদা তা'লা কর্তৃক সমর্থনপুষ্ট হয়ে নিজ উদ্দেশ্য লাভ করে। শুধু দোয়া খোদা তা'লার উদ্দেশ্যে নয় বরং প্রথমত দোয়ার পাশাপাশি সর্বাত্মক চেষ্টাসাধনা করা উচিত, এর পাশাপাশি দোয়া করা উচিত। উপকরণ কাজে লাগানো উচিত। উপকরণ কাজে না লাগানো আর শুধু দোয়ার ওপর নির্ভর করা দোয়া সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং খোদার পরীক্ষা নেয়া বৈ কি! আর শুধু উপকরণের উপর নির্ভর করা আর দোয়াকে কিছুই মনে না করা– এটি নাস্তিকতার নামান্তর। নিশ্চিত মনে রেখো, দোয়া অত্যন্ত মূল্যবান এক সম্পদ। যে ব্যক্তি দোয়াকে পরিত্যাগ করে না তার ইহকাল-পরকাল হুমকি কবলিত হবে না। সে এমন এক দূর্গে নিরাপদ থাকে যার আশেপাশে সশস্ত্র সিপাহী সর্বদা নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত। কিন্তু যে দোয়ার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যার হাতে কোনো অস্ত্র নেই, সেইসাথে সে দুর্বলও বটে। আবার এমন এক জঙ্গলে রয়েছে যা হিংস্র ও বিষাক্ত প্রাণীতে পরিপূর্ণ। সে জানে, সে আদৌ নিরাপদ নয়। এক মুহূর্তের মধ্যেই সে হিংস্র জানোয়ারের শিকারে পরিণত হবে এবং তার হাড়গোড়ের চিহ্নও থাকবে না। এই জন্য স্মরণ রেখো যে, মানুষের পরম সৌভাগ্য ও নিরাপত্তার মূল মাধ্যম হচ্ছে এই দোয়া। যদি সর্বদা সে এই দোয়ায় লেগে থাকে তাহলে এটি তার রক্ষাকবচ।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেছেন, খোদা তা'লা এক সম্পর্ক দেখতে চান এবং তাঁর সমীপে দোয়া করার জন্য এক সম্পর্কের প্রয়োজন। সম্পর্ক ব্যতীত দোয়া কাজে আসে না। পূর্বের বুযুর্গদের পক্ষ থেকেও এরূপ বিষয়ের ধারণা পাওয়া যায় যে, দোয়াকারীর সাথে দোয়াপ্রত্যাশীর প্রথমে সম্পর্ক স্থাপনের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। বাজারে চলার সময়ে কেউ কাউকে বলতে পারে না, 'তুমি আমার বন্ধু', আর না তার জন্য হৃদয়ে কোনো সহানুভূতি থাকতে পারে না। আর দোয়ার জন্য আবেগও সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তালার সাথে সম্পর্ক এভাবে গড়া যায় না যে, মানুষ উদাসীনতায় লিপ্ত থাকবে আর শুধু মৌখিক দাবি করবে যে, আমি খোদা তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছি। আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক গড়ার জন্য এক প্রকার বিলিনতার প্রয়োজন। আমরা বারবার আমাদের জামাতকে এই বিষয়টির উপর প্রতিষ্ঠত হওয়ার জন্য বলি, কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত জগদ্বিমুখ না হবে, জগতের মোহ ছিন্ন হয়ে আল্লাহ্‌র জন্য প্রকৃতিতে সহজাত ভালোবাসার আবেগ সৃষ্টি না হবে– ততক্ষণ পর্যন্ত দৃঢ়চিত্ততা লাভ হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব, আমাদেরকে এই দিনগুলোতে যখন আল্লাহ্ তা'লা বিশেষভাবে রমযানের এই বরকতপূর্ণ মাস আমাদের উপহার দিয়েছেন, নিজেদের মাঝে এক পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি করে দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত। এটিই আমাদের ইহ ও পরকালকে সুসজ্জিত ও সুন্দর করার উপায়। রমযানের শেষ দশক শুরু হতে যাচ্ছে। এই দিনগুলোতে বিশেষভাবে আমাদের জন্য আবশ্যক, আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলিকে বাস্তবায়ন করে, ঈমানের দৃঢ়তা সৃষ্টি করে, রাতের বেলায় উঠে তাঁর সমীপে বিনত হয়ে তাঁর নৈকট্য পাওয়ার প্রচেষ্টায় লেগে থাকা– যেন আমরা সেই হিদায়াত পেতে পারি যে পথে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরিচালিত করতে চান।

রমযানে বিশেষভাবে জামাতের উন্নতির জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্‌র রাস্তায় যাঁরা বন্দি আছেন তাদের জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা অচিরেই তাদের মুক্তির সুব্যবস্থা করে দেন। ইয়েমেনের বন্দিদের জন্য দোয়া করুন; বিশেষ করে জনৈক মহিলার জন্য দোয়া

করেন যাকে সেখানে অতি নির্দয়ভাবে এক সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছে যা বাকি বন্দিদের থেকে আলাদা। কিন্তু তিনি পরম ধৈর্য ও ঈমানের দৃঢ়তা প্রদর্শন করে সেখানে অবস্থান করছেন। আল্লাহ্ তা'আলা অচিরেই তাঁর মুক্তির সুব্যবস্থা করুন। জামা'তের বিষয়ে যে কুধারণা বিরুদ্ধবাদীদের হৃদয়ে বিরাজমান রয়েছে আল্লাহ্ তা'লা সেই কুধারণা দূর করে দিন। ফিলিস্তানবাসীদেরও দোয়াতে স্মরণ রাখবেন। বাহ্যত তারা বলছে যে, অনেক পরিবর্তন সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। জাতিসংঘের রেজুলেশন পাশ হয়েছে তা সত্ত্বেও যুলুম-নির্যাতন অব্যাহত আছে। আর পাশ্চাত্যের পরাশক্তিগুলোর দ্বৈত নীতি নগ্নভাবে সামনে আসছে। একই নির্যাতন যখন তাদের নিজেদের মানুষদের সাথে হয় তখন তারা তাৎক্ষণিকভাবে অন্য দেশগুলোর ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। কিন্তু ইসরাঈলের উপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হবে না, বরং আমেরিকা সম্প্রতি কয়েক বিলিয়ন ডলারের নিঃশর্ত সাহায্য মঞ্জুর করেছে। কিন্তু ফিলিস্তিনবাসীদের জন্য কয়েক মিলিয়নের সাহায্য মঞ্জুর করে আবার শর্ত দিয়ে দিয়েছে, তারা ইসরাঈলের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে পারবে না অথবা এমন কোনো ফেরামে যাবে না যেখানে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সুযোগ থাকবে। অতএব এদের মতো মানুষদের কাছে কী-ইবা আশা করা যায়? দোয়াই একমাত্র ভরসা। একমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই আছেন যিনি এ সকল অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারিতদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারেন। নির্যাতিতদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যথাযথভাবে দোয়া করার তৌফিক দান করুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)